চর্পটপঞ্জরিকা।

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥ ১॥

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং নন্থু মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিধিমথ তে মরণে, নহি নহি রক্ষতি স ডুকৃঞ্‌ করণে।*
(ধ্রুবপদম্)

অনুবাদ।—দিন, রজনী, সায়ংকাল, প্রাতঃসময়, শিশির ও বসন্ত-ঋতু এই সকলই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে, কাল ক্রীড়া করিতেছে, আয়ুঃ ক্ষয় পাইতেছে, তথাপি আশাবায়ু তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না॥ ১॥

হে মূঢ়মতে! গোবিন্দের ভজনা কর, গোবিন্দের ভজনা কর, গোবিন্দের ভজনা কর। (কারণ) অতঃপর তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে (ব্যাকরণ পাঠের সময়ে, তোমার পুনঃ পুনঃ সেবিত) সেই ডুকৃঞ্‌ করণে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না॥ ধ্রু॥

---

* 'ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে।' ইহা প্রচলিত পাঠ, কিন্তু ছন্দোভঙ্গাদিদুষ্ট। 'ডুকৃঞ্‌ করণে' এইরূপ পাঠ স্বীকার করিলে ঐ চরণে ছন্দোদোষ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু অশুদ্ধ উচ্চারণের সোপহাস অনুকরণ বলিতে হয়।

অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানু রাত্রৌ চিবুকসমর্পিতজানুঃ।

করতলভিক্ষস্তরুতলবাস- * স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপাশঃ ॥ ২ ॥

ভজ গোবিন্দং---ইত্যাদি।

অনুবাদ।—হে মূঢ়মতে! (তোমার শীতনিবারক বস্ত্রাদির অভাবে) তুমি সম্মুখে অগ্নি এবং পৃষ্ঠে রৌদ্র লইয়া দিনপাত করিয়া থাক, রজনীযোগে চিবুকে জানু বিন্যস্ত করিয়া থাক, (তোমার ভিক্ষাপাত্র নাই) করতলে ভিক্ষা গ্রহণ কর, (তোমার বাসগৃহ নাই) তরুতলে অবস্থান কর, তথাপি তোমার আশাপাশ (তোমাকে) পরিত্যাগ করিতেছে না, অতএব গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ২ ॥

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।

তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে, বার্ত্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে॥৩॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—হে মূঢ়মতে! যাবৎ তোমার বিত্তোপার্জ্জনে শক্তি থাকিবে, তাবৎ তোমার পরিবারবর্গ অনুগত রহিবে, পরে তোমার দেহ জরায় জর্জ্জরীভূত হইলে (ধনোপার্জ্জনের ক্ষমতা নষ্ট হইলে) তোমার গৃহে কেহই একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিবে না। অতএব (ঐরূপ পরিবারবর্গের আশায় বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

জটিলো মুণ্ডী লুঞ্চিতকেশঃ, কাষায়াম্বরবহুকৃতবেশঃ।

পশ্যন্নপি ন চ পশ্যতি মূঢ়, উদরনিমিত্তং বহুধাগূঢ়ঃ ॥ ৪ ॥ †

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—জটাধারী, মুণ্ডিতমুণ্ড, উৎপাটিত-কুন্তল ‡ রঙীন বস্ত্রের বিবিধ বেশধারী যেই হউক, মোহবশতঃ (ইহা দেখিয়াও দেখিতেছে না) উদরের জন্য বহু প্রকারে আত্মপ্রচ্ছাদন করিতে হইতেছে। মূঢ় মানব! অতএব গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

---

* 'করতলভিক্ষা তরুতলবাসঃ' পাঠান্তর।

† 'বহুকৃতবেষঃ' পাঠান্তর।

‡ পূর্ব্বকালে ইহারা 'কেশোল্লুঞ্চক' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই সম্প্রদায়ের লোকে নিজ উৎপাটিত কেশ দ্বারা কম্বল প্রস্তুত করিয়া তাহাই ব্যবহার করিত।

ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা, গঙ্গাজললবকণিকা পীতা।
সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চ্চা, তস্য যমঃ কুরুতে নহি চর্চ্চাঃ ॥৫॥ *
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি ভগবদ্গীতার কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়াছে, যে ব্যক্তি কণিকামাত্র গঙ্গাজল পান করিয়াছে, কিংবা একবারমাত্র মুরারির অর্চ্চনা করিয়াছে, তাহার যত চর্চ্চাই (তৎসম্বন্ধে সমালোচনা) থাক না যেন, যম তাহা করিতে পারে না; অর্থাৎ সে ব্যক্তি যমের অধিকার-বহির্ভূত, যম তাহার কিছুই করিতে পারে না; অতএব হে মূঢ়মতে! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশা পিণ্ডম্ ॥ ৬ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—বৃদ্ধকালে অঙ্গসকল শিথিল হইয়া যায়, মস্তকের কেশগুলি শুভ্রবর্ণ হয়, মুখ দন্তহীন হয় এবং দণ্ড ধরিয়া গমন করিতে হয়, তথাপি আশা তাহার দেহপিণ্ড ত্যাগ করে না, দেহ লইয়া চিরতরে আশা পোষণ করে। (কিন্তু এ দেহ যাইবেই। আশা মিটিবে না। কাজেই দুঃখও রহিয়া যাইবে, অতএব বৃথা আশা ছাড়িয়া) হে মূঢ়মতে! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥ ৭ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—যাবৎ বাল্যকাল থাকে, তাবৎ ক্রীড়া-কৌতুকে আসক্ত হয়, পরে যৌবনকাল উপস্থিত হইলে যুবতীর প্রেমে অনুরক্ত থাকে, অবশেষে বৃদ্ধকাল সমাগত হইলে নানাপ্রকার চিন্তায় নিমগ্ন হয়, কিন্তু কেহই পরমব্রহ্মচিন্তনে অনুরক্ত হয় না; (অতএব) হে মূঢ়মতে! তুমি (এই সময়ে) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৭ ॥

---

* 'যেন মুরারিসমর্চ্চা ক্রিয়তে তস্য যমেন ন চর্চ্চা' পাঠান্তর।

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননীজঠরে শয়নম্।
ইহ সংসারে খলু দুস্তারে, কৃপয়াপারে পাহি মুরারে ॥ ৮ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—(মরণের পর) পুনরায় জন্ম, পুনরায় মরণ ও পুনরায় জননীজঠরে বাস। অতএব এই দুস্তর সংসার পার হইতে কাহারও সাধ্য নাই। হে মুরারে! তুমি কৃপা করিয়া উদ্ধার কর। (অতএব) হে মূঢ়মতে! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৮ ॥

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ, পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ।
পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম্ ॥ ৯ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—পুনর্ব্বার রজনী, পুনর্ব্বার দিন, পুনর্ব্বার পক্ষ, পুনর্ব্বার মাস, পুনর্ব্বার অয়ন (উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন) ছয় মাস, পুনর্ব্বার বর্ষ ছাড়িয়া চলিয়াছে, তথাপি আশা ও ক্রোধ (জীবকে) ছাড়ে না। (আশা চ অমর্ষশ্চ সমাহারদ্বন্দ্ব) অর্থাৎ আশা ও আশা-ব্যাঘাতে ক্রোধ সমানই আছে। অথবা 'আশা মর্ষম্' দুইটি পদ, মর্ষ শব্দের অর্থ সহন,—আশা তাহার সহিষ্ণুতা ছাড়িতেছে না, যতই কাল অতীত হউক, আশা—সহিয়া আছে। (এইরূপ আশাপাশে বদ্ধ থাকিলে কোন কালেও ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে না) অতএব হে মূঢ়মতে! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ, শুষ্কে নীরে কঃ কাসারঃ।
নষ্টে দ্রব্যে * কঃ পরিবারো, জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ ॥ ১০ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—বার্দ্ধক্য হইলে যেমন কামানুরাগ থাকে না, জল শুষ্ক হইলে যেমন সরোবর থাকে না, ধনাভাব হইলে যেমন পোষ্য পরিবার থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলে সংসারও থাকে না। (একমাত্র গোবিন্দের আরাধনাই ব্রহ্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানের কারণ, অতএব) হে মূঢ়মতে! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

---

* 'নষ্টে বিত্তে' পাঠান্তরম্।

নারী-স্তন-ভর-নাভি-নিবেশং, দৃষ্ট্বা মাগা * মোহাবেশম্।
এতন্মাংসবসাদিবিকারং, মনসি বিচারয় বারংবারম্ ॥ ১১ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—নারীগণের স্তনমণ্ডল ও নাভিসন্নিবেশ দর্শন করিয়া মোহে অভিভূত হইও না। উহা মাংস ও বসার বিকারমাত্রই ; ইহা বারংবার মনে বিচার করিয়া দেখিবে। (ফলে সকল মোহমুক্তির মূল গোবিন্দ-ভজনা, তাই বলি,) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ, কা মে জননী কো মে তাতঃ।
ইতি পরিভাবয় সর্ব্বমসারং, বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিচারম্ ॥ ১২ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—তুমি কে ? আমি কে ? কোথা হইতে আসিয়াছ ? আমার জননী কে ? পিতা কে ? এই প্রকারে সমস্তই যে অসার, তাহা চিন্তা কর ও বিচারে যাহা স্বপ্ন তুল্য, সেই বিশ্ব ছাড়িয়া হে মূঢ়মতে ! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥১২॥

গেয়ং গীতানামসহস্রং, ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রম্।
নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিত্তং, দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্ ॥ ১৩ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—গীতা ও নারায়ণের সহস্র-নাম গান করিবে, অনবরত শ্রীপতির রূপ ধ্যান করিবে, সজ্জনসঙ্গে মনোনিবেশ করিবে এবং দীনজনকে ধনদান করিবে। হে মূঢ়মতে ! এইরূপে গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

কা তে কান্তা-ধন-গত-চিন্তা বাতুল ! কিং তে নাস্তি নিয়ন্তা।
ত্রিজগতি সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥১৪॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—রে বাতুল ! স্ত্রী ও ধনবিষয়ে তোমার চিন্তা কি ? তোমার কি কেহ নিয়ন্তা নাই, (নিয়ন্তা থাকিলে এই বিষয়ে চিন্তা করিতে নিষেধ করিতেন।) জগতে সজ্জনসঙ্গই সংসার-সাগর পারের একমাত্র নৌকা, বিষয়চিন্তায় সংসারপার হওয়া যায় না ; অতএব গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥

---

* 'মিথ্যা মায়া' ইতি পুরাতন পাঠ

যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে, তাবৎ কুশলং পৃচ্ছতি গেহে।
গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে, ভার্য্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে ॥১৫॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—যাবৎ দেহে জীব বিদ্যমান থাকে, তাবৎ সকলেই গৃহে আসিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করে, পরে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেলে দেহ হইতে যখন জীব অপসৃত হয়েন, তখন ভার্য্যারাও সেই দেহ দেখিয়া ভীত হয়; অতএব দৈহিক বিষয় ভজনা ছাড়িয়া গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ, পশ্চাদ্ধন্ত শরীরে রোগঃ।
যদ্যপি লোকে মরণং শরণং, তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্ ॥১৬॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—মানবগণ সুখলালসায় যুবতী-সম্ভোগ করে, হায়! পরে দেহ রোগাভিভূত হইয়া পড়ে। যদি চ (একমাত্র) মরণই (সেই দৈহিক রোগ হইতে) রক্ষা করে, তথাপি লোকে পাপাচরণ পরিত্যাগ করিতেছে না। হে মূঢ়মতে! অর্থাৎ মরণের পর যে আবার জন্ম, জন্ম হইতেই নানা দুঃখ, এ জ্ঞান তাহার নাই,—তাহা বুঝিয়া বিষয়ভোগের পরিবর্ত্তে গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

রথ্যা কর্পটবিরচিতকন্থঃ পুণ্যাপুণ্য-বিবর্জ্জিত-পান্থঃ।
যোগী যোগনিযোজিতচিত্তঃ রমতে যদ্বদ্বালোন্মত্তঃ * ॥ ১৭ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—রথ্যা-পতিত চীরখণ্ডের কন্থাধারী পাপপুণ্যবর্জ্জিত পথের পথিক যোগী, যোগে সমাহিতচিত্ত হইয়া বালক ও উন্মত্তের ন্যায় (আত্মভাবেই) রত থাকে, (সেই যোগলাভের জন্য) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

* নাহং ন ত্বং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ইতি পাঠান্তর। 'রমতে বালোন্মত্তবদেব' ইহা শেষ চরণের পাঠান্তর।

কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং ব্রতপরিপালনমথবা দানম্।
জ্ঞানবিহীনঃ সপুনরনেন ব্রজতি ন মুক্তিং * জন্মশতেন ॥১৮॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

অনুবাদ।—(মানব) গঙ্গাসাগরে গমন করিতেছে, ব্রত করিতেছে অথবা দান করিতেছে, কিন্তু জ্ঞানহীন হইলে এ সকল দ্বারা শতজন্মেও সে মুক্তিলাভ করিবে না। (অতএব জ্ঞানলাভের জন্য) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥১৮॥

যোগরতো বা ভোগরতো বা সঙ্গরতো বাহসঙ্গরতো বা †।
যস্য ব্রহ্মণি রমতে চিত্তং পশ্যনন্দত্যেব জগত্তম্ ‡ ॥ ১৯ ॥
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি।

ইতি চর্পটপঞ্জরিকা সম্পূর্ণা।

অনুবাদ।—যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মরত, তিনি যোগী হউন, ভোগী হউন, জনসঙ্গী হউন বা নিঃসঙ্গ হউন, তাঁহার দর্শন পাইলেই জগৎ (কেবল বোদ্ধা মানব নহে, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত) আনন্দমগ্ন হইবে (সেই ব্রহ্মরতি লাভের জন্য) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

ইতি চর্পটপঞ্জরিকা সম্পূর্ণ।